



Gillette-এর Malandrino প্রফেসর

পরদিন একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে আমার দেখা করার কথা ছিল। লিসবন শহরটা অপূর্ব, কিন্তু ভাড়ার যা দর, তাতে সাধের প্রায় বাইরে; বাধ্য হয়ে আমাকে গিয়ে পড়তে হল রাজধানীর শেষ সীমান্তে, ঐতিহাসিক উপকণ্ঠে: আমাদেরো বোর্দেয়া।

এলাকাটার একটা নিজস্ব চরিত্র ছিল, কারণ পর্তুগালের বিদেশি সম্প্রদায়ের স্বদেশ ছিল ওখানেই; তবে শুধু পর্তুগালের নাগরিকরাই নয় — আমার মতো কয়েকজন অনুপ্রবেশকারীও ছিল।

বাপ-ছেলে এল আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে, কিন্তু বাড়ির ভেতরে পা দিতেই ওরা আমাকে দেখাল একটা দোতলা খাট, আরও তিনজনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার, 9 বর্গমিটারের একটা ঘরের ভেতরে; ফ্ল্যাটে তিনটে ঘর, নয়জন মানুষ, একটা বাথরুম, ছোট্ট একটা রান্নাঘর, তিনটে ফ্রিজ, আর স্থায়ী অতিথি হিসেবে আরশোলা — সব মিলিয়ে মোটামুটি 60 বর্গমিটারের ভেতরে, মাসে 230 ইউরোয়।

তাতে খাওয়া আর বেঁচে থাকার জন্য আমার হাতে থাকল মাসে ঠিক 70 ইউরো, কিন্তু আমি আরেকটা জিনিস বুঝলাম: গরিবকে কীভাবে সম্পদ সামলাতে শিখতে হয়, তারই এক পাঠক্রমের ভেতর দিয়ে আমি যাচ্ছি — আর সেটা কেউ শেখায় না।

ছেলেগুলো একে একে এসে নিজেদের পরিচয় দিল, নাম আর নিজের দেশ বলল, আর আমাকে লক্ষ করতে লাগল — আমি কেমন আচরণ করি, আমি বর্ণবিদ্বেষী কি না, সেটা বুঝে নিতে।

আমি প্রত্যেককে একটা হাসি আর তার নিজের ভাষায় একটা সম্ভাষণ দিলাম: অ্যাঙ্গোলা, মোগাদিশু, সাও তোমে, ব্রাজিল, পর্তুগাল, চীন, রাশিয়া আর সৌদি আরব।

সেই সন্ধ্যায় ওরা আমাকে ওদের নৈশভোজে ডাকল — আমাকে স্বাগত জানাতেই আয়োজনটা করেছিল। দলের মধ্যে আমিই ছিলাম সবচেয়ে বয়স্ক, আর সবার সঙ্গে মিনিট কুড়ি লাজুক লাজুক কথা বলার পর আমার নতুন পর্তুগিজ পরিচয়ের জন্ম হল, ঠিক যে মুহূর্তে শুনলাম আমাকে ডাকা হচ্ছে:

Malandrino প্রফেসর

ওরা সবাই অল্পবয়সি ছেলে, মা, বউ কিংবা প্রেমিকাকে পেছনে ফেলে এসেছে, ঘর থেকে আর ভালোবাসার মানুষদের থেকে অনেক দূরে; আমি ঠিক করলাম, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া একটা সত্যি গল্প ওদের শোনাব — বদলে ওদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা প্রতিক্রিয়া পাব, যা দিয়ে ওদের চরিত্র আর ব্যক্তিত্ব মেপে নিতে পারব। আমার এই পদ্ধতির কথা ওদের কেউ জানত না।

ওদের বললাম, 2021 সালে আমি নিজেকে ব্রাজিলে একটা ছুটি উপহার দিয়েছিলাম, নাতাল শহরে — বালিয়াড়ি আর স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য জায়গাটার নামডাক — যেখানে দিন গড়িয়ে রাত নামলে বালিয়াড়ির মাথায় দাঁড়ানো মেয়েরা পিছু হেঁটে নেমে আসত, নিচে অবিচল অপেক্ষায় থাকা একেকজন পুরুষের দিকে এগোতে এগোতে, তার সঙ্গে আলাপ করতে আর নতুন সম্পর্ক গড়তে, হয়তো নিজেদের জন্য একটা ভবিষ্যৎও।

ওই শহরে আমি চল্লিশ দিন ছিলাম — সত্যিই ওটা ছিল আমার ব্রাজিলীয় কোয়ারেন্টিন — কিন্তু খেলাটায় কখনও অংশ নিইনি। আমি দর্শক হয়েই থেকেছি, আর দেখেছি।

আজ আমি আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি করে ভাবি, ব্রাজিলকে চেনা আমার সত্যিই কতটা কাজে লেগেছে — Gillette-এর মহিলা সিইও-র অপ্রত্যাশিত আগমনের বেলাতেও — আর তিনি যদি কখনও আমাকে তাঁর স্বদেশের কথা জিজ্ঞেস করেন, আমি তাঁকে বলতে পারব:

বালিয়াড়ির আচার,

আমি জানি,

কিন্তু কখনও অংশ নিইনি,

কারণ আমি কাউকে ভবিষ্যৎ দিই না,

দিই শুধু বর্তমান।

ওই শহরে যে জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল, তা হল রেস্টুরের মেয়ের সঙ্গে ঘটনাটা; তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল দৈবাৎ, এক সোমবার সন্ধ্যায়, সিঙ্গলদের এক পার্টিতে।

আমি গিয়েছিলাম নিজের হাতে বানানো 100টা কাগজের কার্ড নিয়ে, তাতে আমার নাম আর একটা ব্রাজিলীয় ফোন নম্বর; সেগুলো বিনিময় করলাম ওখানকার মহিলাদের সঙ্গে — যাদের আমার ভালো লেগেছিল, যারা বলেছিল তারা অবিবাহিত, ডিভোর্সি বা বিধবা। পরদিন তাদের চারজনকে পেলাম সুপারমার্কেটে, স্বামী আর ছেলেমেয়ে নিয়ে বাজার করছে; কোনো কথা হল না, শুধু নীরব চাউনি।

কামিল্লা, রেস্টুরের মেয়ে, ছিল সুন্দরী আর সব ভাসিয়ে নেওয়া এক নারী। ও-ই আমাকে দুপুর দুটোয় বাড়ি নিয়ে গেল আর রাত দশটায় বেরোতে দিল, আর ওখানেই বুঝলাম, ওপরতলার আমার সহকর্মীটি আমাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন — আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে একজন নারী হাজার পুরুষকে হারাতে পারে, কিন্তু হাজার পুরুষ একজন নারীকে হারাতে পারে না।

খুঁটিনাটিতে না গিয়ে বলি, তার ঠিক পরেই ওকে একটা ইতালীয় রেস্টুরায় ডিনারে নিয়ে গেলাম, আর অর্ডার দিলাম দু-বোতল সাদা ওয়াইন আর 14টা লবস্টার, শুধু ওর জন্য। ব্রাজিলীয় ওয়েটার জিজ্ঞেস করল আমি একটু bruschetta নেব কি না, কিন্তু ক্লান্তি — কিংবা আমার বিশ্বাসঘাতক কান — শব্দটাকে শোনাল “bussetta”, আর আমি তখন এমনিতেই নিঃশেষ, পালানোর জন্য তৈরি।

ঘরের সব ছেলে হাসছিল, যেন সম্মোহিত — ওরা তখনও আটকে আছে ভালোবাসা কীভাবে বিক্রি হয় তার বারো পাতার Amazon সংস্করণে। ওরা ফেটে পড়বে, এই ঝুঁকি না নিয়ে আমি আর এগোই কী করে?

আমি কথা শেষ করে ঘুমোতে চলে গেলাম।

পরদিন সকালে বাড়িময় সবাই বলে বেড়াচ্ছে “ব্রাজিলীয় bussetta” আর “bussettero”, কলম্বিয়ার স্প্যানিশে যার মানে বাসচালক — তবু শব্দের খেলাটায় সবার মুখেই হাসি ফুটল।

আমি চলে এলাম 22 নভেম্বর 2025-এ, আর আমাকে যেতে দেখে সবারই মন খারাপ হল — এমনকি যে আরশোলাগুলো আমার বিছানায় আমার সঙ্গে ঘুমোত, তাদেরও এক মুহূর্তের জন্য মন ভার হয়েছিল, কারণ শুধু ওই ক্ষণটিতেই, যখন কারও সঙ্গে তুমি সুখী ছিলে আর সে চলে যাচ্ছে, তুমি বোঝো কী আর কোনোদিন পাবে না।

ফের্দিনান্দে